গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ১৬ মে ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী লাল সেলাম

এস ইউ সি আই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় সভাপতি, আমৃত্যু বিপ্লবী কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী দীর্ঘ দু'মাস নিউমোনিয়া, জণ্ডিস সহ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায়, ৮ মে ২০০৩ বিকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

তাঁর মৃত্যুর পর দলের সল্ট লেক কমিউনে সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী, উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ ও কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্যরা এক সভায় মিলিত হয়ে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁর মৃত্যুতে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় সহ সমস্ত রাজ্যে দলের সকল কার্যালয়ে সাতদিন রক্তপতাকা অর্ধনমিত রাখা এবং সদস্য ও সমর্থকদের কালো ব্যাজ ধারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সমস্ত সংগঠন, গণসংগঠন, সমস্ত কমরেড ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য ১৫ মে সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত তাঁর মরদেহ দলের কেন্দ্রীয় অফিস, ৪৮ লেনিন সরণীতে রাখা হবে। বেলা ২টার পর কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে তাঁর শেষযাত্রা শুরু হয়ে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শেষ হবে। ১৩-৫-০৩

আমৃত্যু বিপ্লবী কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর

স্মরণসভা

বক্তা ঃ সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী

সভাপতি ঃ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড অনিল সেন

১৬ মে মহাজাতি সদন বিকাল ৫টা

গণআন্দোলনের পথেই সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে হবে

১১ মে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনই, বিকাল সাড়ে চারটায় দলের রাজ্য দপ্তরে, তখনও পর্যন্ত অতি সামান্য যতটুকু তথ্য পাওয়া গিয়েছে তারই ভিত্তিতে, রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ নির্বাচন সম্পর্কে পার্টির বক্তব্য সাংবাদিকদের জানান।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সি পি এমের সন্ত্রাস ও খুনের রাজনীতিকে কমরেড প্রভাস ঘোষ বামপন্থার কলঙ্ক এবং সি পি এমের পরাজয় বলে চিহ্নিত করেন। তিনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নানা জায়গায় সংগঠিত জনপ্রতিরোধ, বিশেষত মহিলাদের সাহসী ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তাদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানান এবং এই প্রতিরোধকে ভবিষ্যৎ গণআন্দোলনের প্রশ্নে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ইঙ্গিত বলে বর্ণনা করেন।

প্রাপ্ত ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন — দক্ষিণ ২৪ পরগণার রাজাপুর-করাবেগ অঞ্চলের ২২৪ নম্বর বুথে, দলের দুজন মহিলা কর্মী মর্জিনা বিবি ও মদিনা বিবিকে সি পি এম দুষ্কৃতীরা বিনা প্ররোচনায় বুথের সামনে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করেছে। মৈপীঠ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭টি বুথে গত ১৪ বছর ধরে সি পি এম প্রবল হামলা ভয়ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে নির্বাচনে আমাদের এজেন্ট বসতে দেয় না, প্রচার করতে দেয় না, নিজেরা দাঁড়িয়ে জবরদস্তি সি পি এম প্রার্থীর পক্ষে একতরফা ব্যালট পেপারে ছাপ দিতে বাধ্য করে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন, পুলিশ-প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সকলকে বারবার জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। এবারেও তাদের এ বিষয়ে আগাম জানিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছিল এবং তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সকলে ভোট দিতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। এবারেও সি পি এম এখানে একই কায়দায় আমাদের ভোট করতে দেয়নি। এখানে আমাদের পাঁচজন প্রার্থীকে সি পি এম মারতে মারতে নিয়ে গেছে। কোথায় নিয়ে গিয়েছে কেউ জানে না। তারা এখনও নিখোঁজ। জালাবেড়িয়া ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী উদয় মণ্ডলকে সি পি এম মারতে মারতে কিডন্যাপ করেছে। এখানে দুটি বুথে গুলি চালিয়ে ভোট বন্ধ করে দিয়েছে। গড়দোয়ানীতে ৬টি বুথ সি পি এম দখল করেছে। একটি বুথে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তেলিয়াপুকুর ঠাকুরের চক বুথে আমাদের দুজন কর্মী, কমরেড নূর আলম মোল্লা ও তাঁর স্ত্রীকে মারধোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছে সি পি এম। মায়াহাউরি অঞ্চলের তালতলা বুথ তারা দখল করেছে। এসব জায়গা থানা থেকে গাড়িতে বড়জোর ১৫/২০ মিনিটের পথ। পুলিশ কিছু করেনি। বেলে দুর্গানগরে চৌভাঙ্গি বুথ তারা দখল করেছে। জয়নগর ১নং ব্লকের ২৩৭ নং বুথে সকালে গুলি চালিয়ে ভোটারদের তাড়িয়ে সি পি এম ভোট বন্ধ করে দিয়েছে। বলা হয় ঐ বুথে পরের দিন ভোট হবে। ভোটাররা চলে যায়। তারপর হঠাৎ বলে আজই ভোট হবে। তখন আর ভোটারদের ফিরে আসা সম্ভব নয়। এর মানে সেখানে সাজানো ভোট হচ্ছে। এই জেলারই নামখানার দ্বারিকানগরে আমাদের দু'জন কর্মী, শিক্ষক হিমাংশু আদক এবং সাংবাদিক চাণক্য আচার্যকে সি পি এম প্রচণ্ড জখম করেছে। চাণক্য আচার্যকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। এই জেলায় এখনো পর্যন্ত ১১ জন প্রার্থী কিডন্যাপড। কুলতলি কেন্দ্রে মোট ২৭টি বুথ এবং জয়নগরে ১৩টি বুথ তারা দখল করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী শান্তিপূর্ণ ভোটের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরই মন্ত্রীসভার সদস্য কান্তি গাঙ্গুলি যাদবপুর, সোনারপুর, গড়িয়া এলাকা থেকে গতকালই বাসভর্তি সমাজবিরোধী নিয়ে গিয়েছে। জামতলায় এইরকম একটি বাস আটকে আমাদের বিধায়ক প্রবোধ পুরকাইত থানার ও সিকে জানান। কিন্তু ও সি বাস ছেড়ে দিয়ে ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে

আটের পাতায় দেখুন

'গণদাবী'র আগামী সংখ্যা 'কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী স্মরণসংখ্যা' হিসাবে প্রকাশিত হবে। অন্যান্য সংবাদও যথারীতি থাকবে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২, দাম ২ টাকা।

সুদের হার কমায়

মানুষ বিপদে পড়লেও মালিকদের লাভ বেড়েছে

ভারতবর্ষে মেয়াদি আমানতে সুদের হার ক্রমাগত কেন কমানো হচ্ছে সেই আলোচনা প্রসঙ্গে গত সংখ্যা 'গণদাবী'তে আমরা বলেছিলাম — এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মালিকশ্রেণীকে কম সুদে পুঁজি যোগান দেওয়া। সম্প্রতি ১০০টি বৃহৎ ভারতীয় কোম্পানির আয়-ব্যয় সমীক্ষা করে ইকনমিক টাইমস্ লিখেছে, ২০০২-২০০৩ সালে সুদ বাবদ কোম্পানিগুলির খরচ কমেছে ১১.১ শতাংশ, ফলে তাদের লাভ বেড়েছে ৪৩ শতাংশ। টাকার অঙ্কে তাদের নিট মুনাফা বেড়েছে ১৭৪৬ কোটি টাকা, এর মধ্যে সুদের হার কমে যাওয়ায় তাদের দেয় সুদের পরিমাণ কমেছে ৭৫০ কোটি টাকা।

প্রশ্ন হল, সুদ কমানোর যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য সরকার বলেছিল — সুদ বাবদ খরচ কমলে বিনিয়োগ বাড়বে। কিন্তু আদৌ তা বাড়বে কিনা তা নিয়ে ওয়াকিবহাল মহলের সন্দেহ আছে। কারণ বর্তমানে যা উৎপাদন তারই বিক্রি নেই, তার ওপর বাড়তি বিনিয়োগ করে আরও বেশি উৎপাদন করলে তা বিক্রি হবে কোথায় ?

মার্ক্সের বিজ্ঞানসম্মত অর্থনৈতিক তত্ত্ব যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন, এই অবস্থায় বিনিয়োগের নামে যা হবে তা হচ্ছে পুঁজির আরও একচেটিয়াকরণ। এর ফলে আরও কর্মসংকোচন ঘটবে, অর্থাৎ জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা আরও হ্রাস পাবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি তো দূরের কথা, সংকট আরও বাড়বে।

বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণের পথে তথাকথিত উন্নয়নের ব্যাপক প্রচারের মধ্যেই টানা পাঁচ বছর ধরে ক্রমাগত বেশি বেশি করে কর্মসংকোচন ঘটেই চলেছে। ২০০১-২০০২ সালে, অর্থাৎ এক বছরেই ৪ লক্ষ ২০ হাজার চাকরির সুযোগ কমে গিয়েছে। ১৯৯৭ থেকে ২০০২ পর্যন্ত পাঁচ বছরে ক্রমাগত শিল্প ইউনিটগুলিতে ক্লোজার হয়েছে। সরকারি এবং আধা সরকারি ক্ষেত্রে ১৯৯৯-২০০০ ও ২০০১-২০০২ এই দু'বছরে জোর করে 'স্বেচ্ছাবসর' দেওয়া হয়েছে ৯০,০০০ কর্মচারীকে। একইভাবে ২০০০-২০০২ সালে সরকার অধিগৃহীত ব্যাঙ্কগুলিতে ১ লক্ষ কর্মচারীকে স্বেচ্ছাবসর দেওয়া হয়েছে (দ্রষ্টব্য ঃ ইকনমিক টাইমস ৭/৫/০৩)। ২০০১ সালের মার্চে গোটা দেশে রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৫২,৯৪৭। এর মধ্যে ২,৪৯,৬৩০টি ক্ষুদ্র শিল্প, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প ৩৩১৭টি। (দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, বিবেক দেবরায়ের প্রবন্ধ, ৮.৫.০৩) যাঁরা বলেন, বেসরকারীকরণ ঘটলে প্রতিযোগিতা বাড়বে, দক্ষতা বাড়বে ও শিল্পের প্রসার হবে, তাঁদের জেনে রাখা ভাল, রুগ্ন, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে ২৯৪২টিই হল বেসরকারি। সেই তুলনায় সরকারি সংস্থার সংখ্যা ২২৫টি। অর্থাৎ, বেসরকারি সংস্থাই বেশি রুগ্ন হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বেসরকারীকরণ শিল্পের প্রসারে কোন সাহায্যই করেনি। বরং বাজার নেই বলে ক্রমাগত শিল্প রুগ্ন হয়ে পড়া এবং ব্যাপক কর্মসংকোচনের পাশাপাশি পুঁজিবাদী সংকটের অপর যে লক্ষণটি ফুটে উঠছে, তা হল, চাহিদার অভাবে পণ্যের দাম পড়ে যাওয়া। কৃষিক্ষেত্রে এর আঘাত এসে পড়েছে প্রধানত ক্ষুদ্র কৃষকদের উপর। বৃহৎ চাষিদের এই সংকট থেকে বাঁচাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। শিল্প ক্ষেত্রে প্রধানত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের ব্যবহার্য শিল্প পণ্য যথা প্রসাধন দ্রব্য, ইলেকট্রনিক দ্রব্য ইত্যাদির দাম ক্রমাগত পড়ে যাচ্ছে। উৎপাদনের পরিমাণ (ভলিউম গ্রোথ) বাড়ছে, কিন্তু দর পড়ে যাওয়ায় উৎপাদনের মূল্য (ভ্যালু গ্রোথ) তদনুযায়ী বাড়ছে না। এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর ২০০২ — এই নয় মাসে রঙিন টিভি শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে ৯.৭ শতাংশ, কিন্তু এক বছরে ১৫ শতাংশ দাম পড়ে যাওয়ায় উৎপাদনের মূল্য বেড়েছে ৪.১ শতাংশ। রেফ্রিজারেটর শিল্পে উৎপাদন বেড়েছে ১০.৮ শতাংশ, অথচ উৎপাদন মূল্য বেড়েছে ৮.১ শতাংশ। চাহিদার অভাবে দাম পড়ে যাওয়া এবং মুনাফার হার কমতে থাকার মূলে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং তা থেকে উদ্ভূত সংকট — এইটি দেড়শো বছর আগেই কার্ল মার্ক্স দেখিয়ে দিয়েছেন। এই সংকট আরও দেখাচ্ছে, বুর্জোয়ারা মার্ক্সের বিশ্লেষণকে "পুরনো ও বাতিল" বলে যতই প্রচার করুক, বাস্তব ঘটনা তার সত্যতাকেই প্রমাণ করছে।

পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ নিয়ম ও তার ফলাফল বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ক্যাপিটাল গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মার্ক্স দেখিয়েছেন — সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে ক্রমাগত উৎপাদন ব্যয় কমাবার উদ্দেশ্যে পুঁজিপতিরা নতুন নতুন যন্ত্র বসায় এবং শ্রমিক কমাতে থাকে। আধুনিকীকরণের দ্বারা মালিকরা শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা যতটা বাড়ায়, মজুরি তত বাড়ায় না। ফলে শোষণের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অপরদিকে যত সে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য বেশি পুঁজি খাটায়, অর্থাৎ মোট পুঁজির অনুপাতে স্থায়ী পুঁজির (constant capital) অংশ বাড়ায় এবং শ্রমিক কমিয়ে পরিবর্তনশীল পুঁজির (variable capital) অনুপাত কমায়, তত শোষণ তীব্র হওয়ার সাথে সাথে মুনাফার হার পড়ে যেতে থাকে।

তেজি বাজারে জিনিসের দাম তার প্রকৃত মূল্যের (value) চেয়ে কিছু বেশি থাকায় পুঁজিপতিরা অবস্থা কিছুটা সামলাতে পারে, কিন্তু মন্দার বাজারে দাম প্রকৃত মূল্যের নিচে নেমে যায়। ফলে সাধারণভাবে সংকট সামলানো পুঁজিবাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বর্তমানে পরিস্থিতি এইরকম। সংকট সামলানো পুঁজিবাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা। তাই কেন্দ্রে, রাজ্যে বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম সহ শাসক-দলগুলির সরকার মালিকশ্রেণীকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে।

মার্ক্স তাঁর জীবনকালে সাম্রাজ্যবাদের পরিণত রূপ এবং ফ্যাসিবাদ দেখে যাননি। ফ্যাসিবাদের আওতায় বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিকে পুরোপুরি একচেটিয়া পুঁজির সেবাদাসে পরিণত হতে দেখেননি। তাঁর চিন্তাপদ্ধতি বা মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি আজ আমাদের

আটের পাতায় দেখুন

প্রাক্-নির্বাচনী সন্ত্রাসে সি পি এম-এর আক্রমণে নিহত

শহীদ কমরেড সাহাবুদ্দিন খাঁ

জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন সি পি এম পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে সারা রাজ্যের মতো দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর-কুলতলিতে ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়ে গেছে। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর নেতৃত্বে কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের সংগঠিত করে সি পি এম সর্বত্রই এই সন্ত্রাস চালিয়েছে। এই সন্ত্রাসের বলি হলেন ২০ বছরের তরুণ কমরেড সাহাবুদ্দিন খাঁ।

গত ৮ মে মেরীগঞ্জ -১নং অঞ্চলের কচিয়ামারা স্কুল মাঠে ছিল নির্বাচনী জনসভা। বক্তা ছিলেন বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত। পুলিশ-প্রশাসনের কাছে সভার জন্য আগাম অনুমতি নেওয়া ছিল। সমাবেশে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে দুটি বিশাল মিছিল জেলেপাড়া এবং খালপাড় থেকে যাত্রা শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিহ্নিত সমাজবিরোধীরা বন্দুক, পাইপগান এবং বোমা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিছিল দুটির ওপর। ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন তরুণ কমরেড সাহাবুদ্দিন। গুলি এবং বোমায় আহত হন আরও ১০/১২ জন। অপহৃত হন কমরেড আবদুল্লা মন্ডল সহ দুইজন। বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের সমাবেশে উপস্থিত থাকার কথা জানা সত্ত্বেও পুলিশ বা প্রশাসন কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। ঘটনার সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘক্ষণ ঘটনাস্থলে পুলিশ বা প্রশাসনের কর্তাদের দেখা মেলেনি। এই সুযোগে আক্রমণকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ৯ মে সকালে বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বিধান চ্যাটার্জী ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশকে চাপ দিয়ে কমরেড আবদুল্লা মন্ডলকে উদ্ধার করতে বাধ্য করেন। আশ্চর্যের বিষয়, দুষ্কৃতিরা আশেপাশে থাকা সত্ত্বেও পুলিশ মাত্র দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। ১০ মে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে কমরেড সাহাবুদ্দিন খাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

বিধানসভায় দেবপ্রসাদ সরকার

সমস্ত গরিব মানুষকেই বি পি এল কার্ড দিতে হবে

দারিদ্র্য সীমার (বি পি এল) নীচের মানুষের তালিকা তৈরি করে তাদের বি পি এল কার্ড দেওয়ার সরকারি কার্যক্রম এখন চলছে। ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে অনিয়ম, কারচুপি ও গরমিলের ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠেছে। সবচেয়ে বড় অভিযোগ ও সত্য হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ সত্যিকারের গরিব মানুষের নাম তালিকায় তোলা হয়নি। অন্যদিকে, এমন সব মানুষের নাম তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে যারা গরিব আদৌ নন। এই অনিয়মের প্রতিকার দাবি করে এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার গত ২১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। ঐ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, গত নভেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৩ মাসের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত প্রান্তে গরিব মানুষের হাতে রেশন কার্ড পৌঁছে যাবে। তিন মাস পার হয়ে গেলেও তালিকাই ঠিকমত তৈরি হয়নি। যে তালিকা তৈরি হয়েছে, তা অসম্পূর্ণ ও দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম ঐ তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে। প্রস্তাবে তিনি দাবি তোলেন, (১) বি পি এল তালিকা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কোন পূর্ব নির্ধারিত হার যেন বেঁধে দেওয়া না হয়, (২) বি পি এল কার্ড বিলি নিয়ে যেন কোনরকম দলবাজী না হয় এবং (৩) প্রকৃতপক্ষে যারা দুবেলা পেটভরা খাবার, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না তাদেরকেই যেন গরিব বলে ঘোষণা করা হয় ও বি পি এল কার্ড দেওয়া হয়।

প্রস্তাবের সমর্থনে কমরেড সরকার বলেছিলেন, রাজ্য সরকার বি পি এল কার্ডধারীদের গরিব মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করছে, তাদের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলছে, অথচ গ্রামের লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ দেখছে, তাদের নামই তালিকায় তোলা হয়নি। তদুপরি, যারা গরিব নয়, তাদের নাম, শাসকদলের যোগসাজসে বি পি এল তালিকায় তুলে দেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে গ্রামীণ গরিব মানুষ স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ এবং এই বিক্ষোভ ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। এই গরমিল দূর করার যে ফর্মুলা রাজ্য সরকার স্থির করেছে সেটাও অদ্ভুত। সরকার বলছে, কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে, যত নাম 'ভুল করে' তালিকায় তোলা হয়েছে তাদের বাদ দিয়ে ঠিক সেই সংখ্যায় নতুন নাম তোলা হবে। এই পদ্ধতিতে সকল বাদ পড়া গরিব মানুষের নাম তালিকাভুক্ত হবে না, সেকথা বলাই বাহুল্য। তারা বলছে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের হাত-পা বাঁধা। এভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারকে দেখিয়ে রাজ্য সরকার তার নিজের দায় আড়াল করছে। গত বছর বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্র্যসীমার নীচে মানুষের সংখ্যা ২৬ শতাংশ, যা কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি করা সর্বভারতীয় গড় ৩৬ শতাংশেরও কম। শুধু তাই নয়, বিশ্বব্যাঙ্কের সার্টিফিকেট দেখিয়ে অর্থমন্ত্রী বাহাদুরি করে বলেছিলেন, ফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রামবাংলায় এতই দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে যার ফলে দারিদ্র্যসীমার নীচের মানুষের সংখ্যা অল্পদিনের মধ্যেই নাকি ২৬ শতাংশেরও কম হয়ে যাবে। যেখানে জরুরি ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি করা ৩৬ শতাংশের তথ্যকেই চ্যালেঞ্জ জানানো, সেখানে সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাটা আরও কম বলে বাহাদুরি দেখালেন। এখন ঐ হিসাব দেখিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্র্যসীমার নীচে মানুষের সংখ্যা ২৬ শতাংশের মধ্যে, খুব বেশি হলে ৩৬ শতাংশের মধ্যে রাখতে হবে। এটা দেখিয়েই রাজ্য সরকার এখন বলছে কেন্দ্রের নির্দেশে তার হাত পা বাঁধা। গরিব কম দেখানোর এই সরকারি ছলচাতুরির শিকার হচ্ছে গরিব জনগণ।

প্রস্তাবটি সরকার গ্রহণ করবে না একথা বোঝার পর প্রতিবাদে বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও কমরেড প্রবোধ পুরকাইত।

বারো বছরে চারটি যুদ্ধের পরও মার্কিন অর্থনীতি গভীর মন্দায়

অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে বাঁচার তাগিদে সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ বাধায়, মানুষ এবং মানবতাকে হত্যা করে। কিন্তু সঙ্কট থেকে সে বাঁচে না। বরং সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির অন্তর্নিহিত নিয়মেই ক্রমাগত গভীর থেকে গভীরতর সঙ্কটে সে তলিয়ে যেতে থাকে। মার্কসবাদের এই বুনিয়াদি শিক্ষার সত্যতা মার্কিন অর্থনীতির বর্তমান সঙ্কট আবারও প্রমাণ করেছে।

ষাটের দশকের শেষে, সত্তরের দশকের গোড়ায়, যখন প্রবল বিক্রমে মার্কিন সমরচক্র ভিয়েতনামে বোমা ফেলছিল, আপাতদৃষ্টিতে মার্কিন অর্থনীতি তখন বেশ মজবুত। ডলার সঙ্কটের কথা অল্পস্বল্প মাত্র বাতাসে ভাসছিল, সেই সময়, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বঅর্থনীতি আলোচনা করতে গিয়ে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন — মার্কিন অর্থনীতি চোরবালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সেদিনের আপাত অবিশ্বাস্য কথাটা আজ সর্বজনবিদিত বাস্তব। ব্রিটিশ-মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির সঙ্কট আজ মাত্রাছাড়া। এই সঙ্কট থেকে বাঁচতে বুশ-ব্লেয়ার চক্র যুদ্ধ বাধিয়ে চলেছে একের পর এক। সঙ্কটের তাড়নায় তারা নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ খুন করছে।

জর্জ বুশ যখন ক্ষমতায় আসেন, অর্থাৎ ক্লিন্টন জমানার শেষদিকে মার্কিন সরকারের বাজেট উদ্বৃত্ত ছিল। বর্তমানে চলতি খাতে, অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানির হিসাব যোগ-বিয়োগ করে আমেরিকার ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৫০০০০ কোটি ডলার, যা বছরে ১০ শতাংশ হারে বাড়ছে। অর্থাৎ আমেরিকার আমদানী বেশি, রপ্তানী কম। ২০০৩ সালের গোড়ায় আমেরিকার সরকারি বাজেটে ঘাটতি দ্বিগুণ হয়েছে। একচেটিয়া পুঁজিপতি-দের দেয় কর থেকে আয় ৪৩ শতাংশ কমে গিয়েছে। মোটরগাড়ি, ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার, তথ্যপ্রযুক্তি কোন ক্ষেত্রই সঙ্কটের আওতার বাইরে নেই। ১৯৯৭ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে মার্কিন ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশনগুলির (একচেটিয়া শিল্প পুঁজি) লাভ ৬৫ শতাংশ পড়ে গিয়েছে।

মার্কস দেড়শো বছর আগেই দেখিয়ে গিয়েছেন, পুঁজিবাদী সঙ্কটের মূল কারণ হল জনগণের ক্রয়ক্ষমতার তুলনায় বাড়তি উৎপাদন। মুনাফার জন্য নিত্য নতুন কারিগরি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে শিল্প মালিকরা উৎপাদন বাড়াতে থাকে, অথচ জনগণকে ক্রমাগত শোষণের ফলে উৎপাদনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা তো বাড়েই না, বরং ক্রমেই কমতে থাকে। জাতীয় বাজার এবং বিশ্ববাজার উভয় ক্ষেত্রেই এটা সত্য। গত ডিসেম্বরে মার্কিন পত্রিকা শিকাগো ট্রিবিউন মার্কিন অর্থনৈতিক সংকটের উপর ধারাবাহিক প্রবন্ধে দেখিয়েছে, বিমান পরিবহন, মোটরগাড়ি নির্মাণ, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ইস্পাত ও বস্ত্র শিল্প, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি শিল্প এমনকি হোটেল শিল্প পর্যন্ত মন্দায় আক্রান্ত। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে মোট উৎপাদন ক্ষমতার ২৬.৫ শতাংশ অলস পড়ে আছে। বোয়িং কোম্পানি, যারা অসামরিক ও জঙ্গি দু'ধরনের বিমান বানায় তারা ২৮ শতাংশ উৎপাদন কমাচ্ছে। টেলিযোগাযোগ শিল্প ১৯৯৬ থেকে ২০০০ — এই চার বছরে ২.১ ট্রিলিয়ন (১ ট্রিলিয়ন = ১০০,০০০ কোটি) ডলার ঋণ নিয়েছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির তাত্ত্বিকদের একটা দাওয়াই হল, মন্দার কারণে মুনাফা কম হলে পুঁজি বিনিয়োগ আরও বাড়াতে হবে। তাঁদের বক্তব্য — বেশি পুঁজি বিনিয়োগ হলেই উন্নতি হবে। বাড়তি পুঁজি বিনিয়োগকেই মন্দা রোগের দাওয়াই হিসাবে দেখানোর ডাক্তার আজকাল এদেশেও দেখা যাচ্ছে। সরকারি বামপন্থীরাও এখন এই প্রেসক্রিপশন দিচ্ছে। এনরনের মতো বিশাল বিশাল সামনের সারির মার্কিন একচেটিয়া কোম্পানিগুলি বাজার থেকে এই পুঁজি সংগ্রহের জন্য নজিরবিহীন দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে। কোম্পানিগুলির প্রকৃত বেহাল অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়লে লোকে তাদের শেয়ার কিনবে না, বাজারে তাদের শেয়ারের দাম পড়ে যাবে, এটা তারা জানে। অথচ মন্দার বাজারে মুনাফা ঠিক রাখতে তাদের বাড়তি পুঁজি তুলতে হবে শেয়ার বাজার থেকেই। সেজন্য শেয়ার বাজারে কোম্পানির সুনাম যেভাবেই হোক বজায় রাখার জন্য মার্কিন কোম্পানিগুলি হিসাবের কারচুপি করে নজিরবিহীন ভ্রষ্টাচারের আশ্রয় নিয়েছে, যা ইতিমধ্যেই প্রকাশ হয়ে গিয়েছে।

একচেটিয়া কোম্পানিগুলি প্রবল মন্দায় আক্রান্ত হওয়ায়, এদের দেয় করের পরিমাণও কমে গিয়েছে। তার ওপর বাজারে চাহিদা বাড়াবার জন্য মার্কিন সরকার কর ছাড় দিচ্ছে যাতে জনসাধারণের হাতে জিনিসপত্র কেনার মতো টাকার পরিমাণ কিছুটা বাড়ে। এজন্য আগামী দশ বছরে ১,৩৫০০০ কোটি ডলার কর ছাড় দেওয়ার পরিকল্পনা মার্কিন সরকার নিয়েছে। এ'বছর জর্জ বুশ ৭২৬.০০ কোটি ডলার কর ছাড়ের প্রস্তাব এনেছিল, কিন্তু মার্কিন কংগ্রেস ৩৫০.০০ কোটি ডলার কর ছাড়ে রাজি হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, অন্তত তিনটি কারণে মার্কিন অর্থনীতিতে ঘাটতি বাড়ছে — প্রথমত, রপ্তানির তুলনায় আমদানি অনেক বেশি, দ্বিতীয়ত, মন্দার কারণে কর আদায় কম, তৃতীয়ত, করছাড়ের ফলে আয় হ্রাস।

ঘাটতি কমানোর জন্য মার্কিন সরকার আমদানি কমানোর দিকে যাচ্ছে না কেন ? বিশেষত বড় বড় মার্কিন মোটরনির্মাণ শিল্প যখন বছরে ২ কোটি বাড়তি গাড়ি তৈরি করছে যার বাজার নেই, সেখানে আমেরিকা জাপান থেকে গাড়ি আমদানি করছে কেন, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। এর কারণ এটা না করে সে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সর্দারের পদে থাকার জন্যই তার এটা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী মন্দায় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশই আক্রান্ত। এই অবস্থায় সংকটের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমেরিকা অন্যান্যদের বাজার দিচ্ছে এবং মার্কিন প্রভাব-বলয়ের মধ্যে তাদের ধরে রাখতে চেষ্টা করছে। এইভাবে ভোগ্যপণ্য শিল্পে জাপান ও ইউরোপের কোন কোন দেশের থেকে পিছিয়ে-পড়া সত্ত্বেও সামরিক শক্তির জোরে এবং নিজের বাজার খুলে দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অপর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে তার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল করে রেখেছে। এইটে করতে গিয়ে দীর্ঘ দিন মার্কিন সরকার বড় ঘাটতির বোঝা বহন করেছে যা আজ আর সে আগের মতো পারছে না।

বিশ্ববাণিজ্যে ডলারের একচ্ছত্র আধিপত্য মার্কিন সরকারকে কতকগুলি বাড়তি সুবিধা এতদিন দিয়েছে, যাকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার পয়লা নম্বর নেতা হয়ে বসেছিল। সেই সুবিধাগুলি কী ?

অর্থনীতিতে ঘাটতি পূরণের রাস্তা মূলত দুটো। প্রথমত বাড়তি নোট ছাপা, দ্বিতীয়ত ধার নেওয়া। সেক্ষেত্রে অসুবিধাও মূলত দুটো। নোট বেশি ছাপালে বাজারে ফাঁপাই টাকার যোগান বাড়ে, ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। অন্যদিকে বেশি ঋণ নিলে তার সুদ গুণতে হয়। তাছাড়া ঋণের ভার বেড়ে গিয়ে যদি এমন হয় যে, পরিশোধের কিস্তি খেলাপ হয়ে যায়, বা কিস্তি খেলাপের আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে বাজারে বদনাম হয়ে যায়। ফলে ঋণ জোটে না।

বিশ্ববাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম ডলার হওয়ায় মার্কিন সরকার এ ব্যাপারে বিশেষ কতকগুলি সুবিধা পেত, যেজন্য ঘাটতির ভার সে এতদিন যাহোক করে সামলে এসেছে। প্রথমত, বিশ্বে ডলার সবচেয়ে স্থিতিশীল ও সকলের গ্রহণযোগ্য মুদ্রা হওয়ায়, বিশ্ববাণিজ্যে ব্যবহারের জন্য দুনিয়ার সব দেশ, সমস্ত বড় কোম্পানি তার সম্পদের একটা বড় অংশ ডলারে সঞ্চিত রাখতে চায়। তাই মার্কিন সরকার বাড়তি ডলার ছাপালে তার একটা ভালো অংশই অন্য দেশে চলে যায় এবং বিদেশে মজুত হয়ে যায়। এই বাড়তি ডলার সরকারি ঋণপত্রে বিনিয়োজিত হলে সেজন্য তাদের সুদ দিতে হত এবং অর্থনীতির ওপর তার চাপ পড়ত। কিন্তু অন্য দেশ স্বেচ্ছায় মজুত করে বলে তার চাপ মার্কিন অর্থনীতিতে পড়ে না এবং এই বাড়তি ডলার মার্কিন অর্থনীতিতে চালু না থাকায় তা দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় না। অবশ্যই এর একটা সীমা আছে। এই সুবিধা আছে বলেই ইচ্ছামত তারা যত খুশি ডলার ছাপতে পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের তুলনায় মার্কিন সরকার একটা বাড়তি সুবিধা পায়।

দ্বিতীয়ত, ডলারের বিশ্বব্যাপী চাহিদার জন্যই সকলেই চায় তাদের সম্পদ ডলারে রাখতে। ফলে মার্কিন সরকার বা মার্কিন একচেটিয়া কোম্পানিগুলি যখনই বাজারে বন্ড বা অন্য কোন ঋণপত্র ছাড়ে, তার ক্রেতার অভাব হয় না। তাই বাজার থেকে প্রয়োজনমতো ঋণ তুলতে মার্কিন সরকার বা মার্কিন একচেটিয়া কোম্পানিগুলির বিশেষ বেগ পেতে হয় না। এভাবেই যুদ্ধ, ঘাটতি মেটানো, 'দান-খয়রাত' ইত্যাদির ফলে মার্কিন সরকারের দেনার বোঝা ২০০২ সালে ৩০ লক্ষ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। এই বিশাল দেনার বোঝা এবং সেই সঙ্গে শেয়ার বাজারের ক্রমাগত পতন ডলার সাম্রাজ্যের উপর জোর আঘাত হেনেছে। আশির দশকের শেষ এবং নববইয়ের দশকেই ডলার অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, বিশেষত জাপানি ইয়েনের তুলনায় ডলারের দাম বার বারই কমে যাচ্ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডলারের উপযুক্ত বিকল্প না থাকায়, মার্কিন অর্থনীতি বড় রকম সংকট এড়াতে পারছিল। বিশ্ববাণিজ্যে ইউরোর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়।

২০০০ সাল থেকে ইউরোপীয় কয়েকটি দেশ তাদের নিজস্ব মুদ্রার বদলে যৌথভাবে ইউরো চালু করায় ডলার সাম্রাজ্য জোরালো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ডের মতো শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ডলারের সঙ্গে পাল্লা দিতে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে ইউরো চালু করেছে। ইউরো শিবিরের দেশগুলির মিলিত অর্থনৈতিক শক্তি আমেরিকার চেয়ে খুব কম নয়। শুরুতে ডলারের তুলনায় ইউরোর দাম ৩০ শতাংশ কম ছিল, কিন্তু ইউরোর দর ক্রমাগত বেড়ে ডলার ও ইউরো এখন প্রায় সমান হয়ে গিয়েছে, কখনো কখনো বেড়েও যাচ্ছে। বাজার নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তো রয়েছেই, উপরন্তু বর্তমানে একদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যদিকে জার্মানির নেতৃত্বে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব, লেনিন বর্ণিত বিশ্বের চারটি প্রধান দ্বন্দ্বের অন্যতম সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব, ডলার বনাম ইউরোর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। ইউরো-ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে যেসব দেশের বাণিজ্যিক লেনদেন আছে, তারা ক্রমাগত ডলারের বদলে ইউরোর দিকে ঝুঁকছে।

মার্কিন শাসকদের চোখে ইরাকের একটা বড় অপরাধ ছিল ইরাক তেলের ব্যবসায় ডলারের বদলে ইউরো চালু করেছিল। মার্কিন শাসকরা এতে আতঙ্কিত হয়েছে। কারণ, অন্যতম প্রধান দুই তেল ব্যবসায়ী দেশ ইরান ও ভেনিজুয়েলার সঙ্গে আমেরিকার সুসম্পর্ক নেই। আমেরিকার আশঙ্কা, ইরাক সহ অন্যান্য দেশও যদি ইউরোর দিকে ঝোঁকে এবং এই প্রক্রিয়ায় বিশ্ববাণিজ্যে ডলারের একচ্ছত্র আধিপত্য যদি আরও বেশি ক্ষুণ্ণ হয় তবে ইতিমধ্যেই সংকটগ্রস্ত মার্কিন অর্থনীতি গভীরতর সঙ্কটের মধ্যে পড়বে। সর্বোপরি, ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশ্বের দেশে দেশে এবং আমেরিকায় ক্রমবর্ধমান গণবিক্ষোভ মার্কিন শাসকদের গভীর চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে।

ইস্পাত, রাসায়নিক, মোটরগাড়ি নির্মাণের মতো বনেদি শিল্পে একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হতে থাকে শুধু নয়, উদীয়মান শিল্প বলে প্রচারিত তথ্যপ্রযুক্তি, টেলিযোগাযোগ, উচ্চপ্রযুক্তির শিল্পগুলিতেও ব্যাপক ছাঁটাই, লে-অফ চলতে থাকে। সাড়ে ছ'মাসের ওপর বেকার বসে আছে আমেরিকায় এমন মানুষের সংখ্যা এক বছর আগে ছিল ১০ লক্ষ, বর্তমানে তা ১৭ লক্ষ। ২০০২ সালের শেষ ছ'মাসে সেখানে ষাটটি কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। স্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাণ্ড পুওর সংস্থার হিসাবে ২৩৪টি বড় একচেটিয়া কোম্পানি ১৮,০০০ কোটি ডলার কর, সুদ বা অন্যান্য দেয় সময়মত দিতে পারেনি। এক টেলিযোগাযোগ শিল্পেই কাজ হারিয়েছে ৫০,০০০ মানুষ।

সবচেয়ে বেশি বেকার হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির শিল্পে। ২০০১ ও ২০০২ এই দু'বছরে এই শিল্পে ৪,১৫,০০০ চাকরি বিলুপ্ত হয়েছে। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে বেকার সংখ্যা ছিল ৩.৯ শতাংশ, ২০০২-এর নভেম্বরে তা ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই পরিসংখ্যান থেকেও সংকটের আসল চেহারাটা বোঝা যাবে না। কারণ, লক্ষ লক্ষ বেকার হতাশ হয়ে কাজ খোঁজাই বন্ধ করে দিয়েছেন। যেটুকু চাকরি হচ্ছে, তা

সাতের পাতায় দেখুন

দিল্লী থেকে তামিলনাড়ু, গুজরাট থেকে আসাম

আসাম

এস ইউ সি আই-এর ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের আসাম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে গুয়াহাটির জেলা গ্রন্থাগার হলে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের আসাম রাজ্য কমিটির সদস্য ও বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা কমরেড সিদ্ধেশ্বর শর্মা ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভার প্রধান বক্তা, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে এযুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক, পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ, যে সুকঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সর্বহারাশ্রেণীর দলগঠনের লেনিনীয় পদ্ধতিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে এস ইউ সি আই-কে ভারতের মাটিতে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে তুলেছেন এবং সাথে সাথে সি পি আই, সি পি আই(এম)-এর অ-কমিউনিস্ট চরিত্রকেও যেভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন — তার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি তুলে ধরেন।

জাতীয় পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, পুঁজিপতিশ্রেণীর বিশ্বস্ত পাহারাদার বিজেপি হিন্দুত্বের স্লোগান তুলে, মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে লাগাতার ঘৃণার মনোভাব ছড়িয়ে জনগণের ঐক্যকে ধ্বংস করার এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করে চলেছে। কংগ্রেসও একইভাবে নরম হিন্দুত্বের লাইন নিয়ে চলছে। আরও ক্ষতিকর হল সি পি আই, সি পি আই (এম)-এর ভূমিকা। বহুদিন পূর্বেই তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করেছে। এখন সংসদীয় রাজনীতিতে ফয়দা তোলার জন্য তারাও ঐ একই পথে চলেছে।

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে অবিলম্বে ইরাক থেকে হঠানোর উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, আমেরিকার ইরাক আক্রমণের মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণিত হল যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির কারণেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ সারা পৃথিবীর ওপর তার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। বিশ্বের জনগণের শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক শক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছে। কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও একমাত্র আশার কথা এই যে, সারা পৃথিবীর সমস্ত সাধারণ মানুষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে খোলাখুলি প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছে এবং ইঙ্গ-মার্কিন শাসকগোষ্ঠী ইরাক দখলের ১৫ দিন পরেও সেখানে একটা পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি — যেমনটা তারা আফগানিস্তানে করতে সক্ষম হয়েছিল। দলের বিগত প্লেনামে গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, দেশে দেশে শান্তিকামী মানুষকে যুক্ত করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মঞ্চ গড়ে তুলে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা যত দিন যাচ্ছে তত বেশি করে অনুভূত হচ্ছে।

পূর্বতন আসামের ক্রমাগত বিভাজন এবং বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি কর্তৃক আরও অঙ্গচ্ছেদের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে কমরেড ভট্টাচার্য সি পি আই-সি পি আই(এম) -এর প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন যে, তারা যেন তাদের সর্বপ্রকার দোদুল্যমানতা এবং নির্বাচনী স্বার্থে বামপন্থী বচনসর্বস্বতাকে পরিত্যাগ করে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে নিয়ে বামদলগুলির যুক্ত নেতৃত্বে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে আসে। তিনি বলেন, একমাত্র এর মাধ্যমেই দুর্নীতিপরায়ণ, অযোগ্য কংগ্রেস (ই) শাসনের অসহনীয় অবস্থার থেকে কিছু রিলিফ আদায় করা এবং সকল অংশের শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে বিভেদকামী সঙ্কীর্ণ বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির চক্রান্তকে ব্যর্থ করা সম্ভব।"

দলের আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড কল্যাণ চৌধুরীও সভায় বক্তব্য রাখেন। আসামের জনগণের স্বার্থে সঠিক রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রামরত এস ইউ সি আইকে শক্তিশালী করার আহবান জানান সভার সভাপতি কমরেড সিদ্ধেশ্বর শর্মা।

ইরাক থেকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অবিলম্বে অপসারণ, পরীক্ষা বয়কট আন্দোলনরত কলেজ শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি অবিলম্বে পূরণ এবং আসাম রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বেসরকারীকরণের হীন উদ্দেশ্যে রচিত 'আসাম বিদ্যুৎ বিল ২০০৩' প্রত্যাহারের দাবি সম্বলিত তিনটি প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ত্রিপুরার সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

দিল্লী

এস ইউ সি আই-এর দিল্লী রাজ্য সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে দলের ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৫ এপ্রিল গান্ধী পিস ফাউণ্ডেশন হলে এক প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের কর্মী, সমর্থক ও দরদীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। দিল্লী রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড জে এন মণ্ডল সভায় সভাপতিত্ব করেন। ইরাকের উপর মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেড এ কে মজুমদার। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কমরেড হরিশ ত্যাগী। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তিনি ইরাকের জনগণকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন — ইরাকি জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ও সাধারণ মানুষকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি দেখান — এক দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম বিশ্বের দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করে। এ প্রসঙ্গে রুশ বিপ্লবের দুনিয়াজোড়া প্রভাবের উল্লেখ করে তিনি বলেন — রুশ বিপ্লব এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জনগণকে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটানোর সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি বলেন, যতদিন সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল, বহু দুর্বলতা সত্ত্বেও তা সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে বাধা হিসাবে কাজ করেছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর আজ দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের পক্ষে দাঁড়ানো ও তাদের সমর্থনে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটানো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশের জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তি আন্দোলনগুলিকে আন্তর্জাতিকভাবে সংযোজিত করা জরুরি প্রয়োজন। কোন একটি দেশে বিপ্লব সফল করতে হলেও এই আন্দোলন গড়ে তোলা অবশ্য প্রয়োজন।

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন — লেনিন ও তাঁর উত্তরসাধক স্ট্যালিনের নেতৃত্বে যে পার্টি বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করেছিল, পরে ক্রুশ্চেভ থেকে ব্রেজনেভ নেতৃত্বের হাতে সেই পার্টিই সঠিক পথ থেকে বহুদূর বিচ্যুত হয়। শেষপর্যন্ত গর্বাচেভের সময়ে প্রতিবিপ্লবী চরিত্র নেয় এবং পুঁজিবাদ ফিরিয়ে আনে।

কমরেড চক্রবর্তী বলেন — আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন এবং মাও সে-তুংয়ের শিক্ষাগুলিকে আরও বিকশিত ও উন্নত করেছেন এবং সংশোধনবাদী বিচ্যুতির মূল কারণ নির্দেশ করেছেন। ১৯৪৮ সালে তিনি এস ইউ সি আই দল প্রতিষ্ঠা করেন এবং পার্টি গঠনের লেনিনীয় পদ্ধতিকে আরও বিকশিত করে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের উন্নততর উপলব্ধির ভিত্তিতে এস ইউ সি আইকে সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে তোলেন। তিনি বলেন — সম চিন্তাপ্রক্রিয়া, সমদৃষ্টিভঙ্গি এবং সম উদ্দেশ্যমুখিনতা, প্রতিনিয়ত যৌথ কাজ ও যৌথ জীবনযাপন এবং উন্নত আদর্শগত মানের উপর কমরেড শিবদাস ঘোষ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত মানকে ক্রমাগত উন্নত থেকে উন্নততর করার সংগ্রামই পার্টিকে সর্বপ্রকার বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার প্রকৃত গ্যারান্টি।

তামিলনাড়ু

৫৫তম পার্টি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তামিলনাড়ু রাজ্য সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে চেন্নাই শহরের পুরুষায়িক্কম-এর থানা স্ট্রিটে ২৪ এপ্রিল এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার প্রধান বক্তা ছিলেন, পার্টির সেণ্ট্রাল স্টাফ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী। তামিলনাড়ু রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড নারায়ণস্বামী সভায় সভাপতিত্ব করেন। কমরেড মানিক মুখার্জীর ভাষণ তামিলে তর্জমা করেন কমরেড আর জেয়াপাউল।

বক্তব্যের শুরুতেই কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন — ২৪শে এপ্রিল একটি ঐতিহাসিক দিন। কেবল দলের কমরেডদের কাছেই নয়, দেশের শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের কাছেও এটি ঐতিহাসিক দিন। কারণ পুঁজিবাদী শোষণ থেকে শ্রমিকদের মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার যে দল, এটি সেই দলের প্রতিষ্ঠা দিবস। একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে উঠতে সি পি আই কেন ব্যর্থ হল তা উপলব্ধি করে, মুষ্টিমেয় সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে দল গঠনের সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করে এদেশের মাটিতে একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কঠিন সংগ্রামে কমরেড শিবদাস ঘোষ কীভাবে ব্রতী হন, স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগের পটভূমিতে তা ব্যাখ্যা করেন কমরেড মানিক মুখার্জী।

মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য অবদানগুলি তিনি তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে ষাটের দশকে প্রকাশিত 'অ্যান অ্যাপীল টু দ্য লীডারস অব দি ইণ্টারন্যাশানাল কমিউনিস্ট মুভমেণ্ট' বইয়ের উল্লেখ করে তিনি বলেন বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের কিছু ঝোঁক যে শোধনবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে — সেদিনই কমরেড শিবদাস ঘোষ সে সম্পর্কে হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন। আজ দুনিয়া দেখছে কীভাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের সতর্কবাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। সংশোধনবাদের চক্রান্তে সমাজতান্ত্রিক শিবির ভেঙে গিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদ নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেয়েছে। তিনি দেখান — একদিন শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবির মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে যে বাধা হিসাবে কাজ করত, আজ তা না থাকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদের কোন তোয়াক্কা না করে, বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে, নানা অজুহাতে একের পর এক দেশের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

তিনি দেখান, মার্কিন অর্থনীতির গভীর সঙ্কট, অর্থনীতির সামরিকীকরণের ওপর তার নির্ভরতা তাকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। দেশে দেশে জনগণ আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে, বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে, বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফের নীতির বিরুদ্ধে, এমনকি সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশের কাছে নতি স্বীকার করার জন্য নিজ নিজ দেশের সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পথে নামছে।

সংশোধনবাদ বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের এবং ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কী ক্ষতি করেছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন — তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলি গণসংগ্রামের পথ ছেড়ে পুরোপুরি সংসদীয় রাজনীতিতে ডুবে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, যেখানে ক্ষমতায় আছে সেখানে তারা বহুজাতিক পুঁজিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। পুঁজিপতিদের নিরঙ্কুশ আস্থাভাজন হওয়ার জন্য বর্বরভাবে গণআন্দোলন দমন করছে।

তিনি বলেন — লেনিন উত্তরকালে মহান স্ট্যালিন ও মাও

রাজ্যে রাজ্যে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

সে-তুংয়ের পর, মার্কসবাদ সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের উন্নততর উপলব্ধিই আজ সঠিক পথ দেখাতে পারে। তার ভিত্তিতে নতুন করে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এস ইউ সি আই-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন — দল আজ কমরেডদের কাছে গণআন্দোলন এবং গণসংগ্রামের হাতিয়ার গণকমিটি গড়ে তোলার ও সেজন্য নিজেদের যোগ্য কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার যে আহ্বান রেখেছে, তাতে সকল কর্মীকেই সাড়া দিতে হবে।

তিনি বলেন — কেবল ভারতবর্ষের সর্বহারাশ্রেণীই নয়, অন্যান্য দেশের বিভিন্ন দল, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রামরত এস ইউ সি আই-এর দিকে তাকিয়ে আছে। সেই আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার ঐতিহাসিক দায়িত্ব এস ইউ সি আই-কে নিতে হবে।

ওড়িশা

পার্টির ৫৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে গত ১৭ এপ্রিল ভুবনেশ্বরের মাস্টার ক্যান্টিন স্কোয়ারে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রাক্কালে এক সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ওড়িশা রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শম্ভুনাথ নায়েক।

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং ওড়িশা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড তাপস দত্ত অসুস্থতার কারণে তাঁর লিখিত বার্তায় বলেন, প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হচ্ছে এমন একটা সময়ে, যখন ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাক আক্রমণের মাধ্যমে এক জঘন্য অপরাধ করেছে। ইরাক শুধু তৈল সম্পদেই সমৃদ্ধ নয়, তা প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান। মানবজাতির ঘৃণ্যতম শত্রুরা একাজ করতে পারলো শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের অনুপস্থিতির কারণেই। তিনি বলেন, বিশ্বের সর্বত্র আজ সাধারণ মানুষ এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পথে নেমেছে — যা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছে। কমরেড তাপস দত্ত ভারতের সাচ্চা কমিউনিস্ট পার্টি এস ইউ সি আইকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

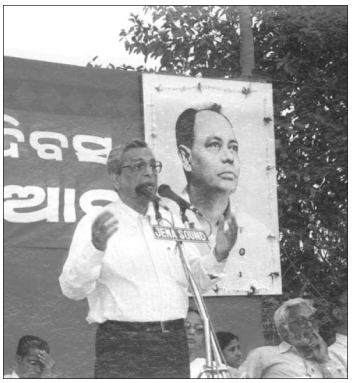

ভুবনেশ্বরের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড মানিক মুখার্জী। মঞ্চে উপবিষ্ট রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন ওড়িশা রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রঘুনাথ দাস। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভার প্রধান বক্তা, সেন্ট্রাল স্টাফ কমরেড মানিক মুখার্জী তাঁর ভাষণে বলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কমরেড শিবদাস ঘোষ উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঐ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার মত একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি না থাকার ফলে আন্দোলনের সুফল পুঁজিপতিশ্রেণীর করায়ত্ত হতে চলেছে। তাই মুষ্টিমেয় কয়েকজন সহযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে একটি সাচ্চা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য তিনি এক নতুন ধরনের সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম শুরু করেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন, বিগত ৫৫ বছরের বিশাল অভিজ্ঞতায় এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, যখন সি পি আই (এম), সি পি আই সহ সকল পার্টি ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে এবং কেবলমাত্র নির্বাচনী কলাকৌশল নিয়েই মেতে রয়েছে, তখন একমাত্র এস ইউ সি আই-ই শ্রমিক বিপ্লবের ঝাণ্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে রেখেছে এবং উন্নত সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশব্যাপী শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংগ্রাম গড়ে তুলছে। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই আক্রমণ গণবিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংস করার জন্য নয়, তৈল সম্পদের ওপর আধিপত্য কায়েমের জন্য। আপন অর্থনীতির গভীর সঙ্কট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই আজ আমেরিকাকে তার সমগ্র অর্থনীতিরই সামরিকীকরণ করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর মানুষ আজ প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছে — যা সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের নতুন ধরনের এক সংগ্রামেরই নিদর্শন।

তিনি দলের নেতা এবং কর্মীদের কাছে বর্তমান পরিস্থিতির তাৎপর্য অনুধাবন এবং পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

উত্তরপ্রদেশ

পার্টি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে জৌনপুরের বাদলাপুরে ২৭ এপ্রিল এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সম্পাদক কমরেড ভি এন সিং সভাপতিত্ব করেন এবং সভার কাজ পরিচালনা করেন রাজ্য অফিস সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ ভার্মা। সভায় ব্যাপক সংখ্যক মহিলার উপস্থিতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সভার প্রধান বক্তা, দলের অন্যতম কেন্দ্রীয় সংগঠক, কমরেড ছায়া মুখার্জী ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে বলেন, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির কারণে সাম্রাজ্যবাদ আজ বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে এক ভয়ঙ্কর বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে এবং পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার মধ্য দিয়েই এই বিপদকে চিরতরে ধ্বংস করা সম্ভব। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এদেশের একমাত্র সর্বহারাশ্রেণীর দল এস ইউ সি আই পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার জন্য জনজীবনের সমস্যাগুলিকে নিয়ে দেশব্যাপী শক্তিশালী গণআন্দোলন সংগঠিত করে চলেছে। তিনি এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানান। বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকারের জনবিরোধী নীতি এবং গুজরাটে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ জগদীশ চন্দ্র আস্থানা, দীনেশ কান্ত দুবে, বেচন আলি, রাঘবেন্দ্র কুমার প্রমুখ।

মোরাদাবাদ নগর নিগম সভাগৃহে দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এখানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কমরেড ছায়া মুখার্জী। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেড সুখবীর সিং এবং সভা পরিচালনায় সহযোগিতা করেন কমরেড বিজয়পাল সিং।

মধ্যপ্রদেশ

জববলপুরের কাঁচঘর মোড়ে এক জনসভার মাধ্যমে পার্টি প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। সেখানে পার্টির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, সেই ক্ষুদ্র পার্টি আজ ভারতের ২২টি প্রদেশে বিস্তৃত হয়েছে তার সঠিক রাজনৈতিক লাইনের জন্যই। বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি-কংগ্রেস-সি পি এম পরিচালিত সরকারগুলি জনজীবনের সমস্যাগুলি সমাধানে ব্যর্থ হয়ে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে জনগণের মধ্যে নানাভাবে বিভেদ সৃষ্টি করছে। তিনি ইরাকের ওপর ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে ইরাকের বীর দেশপ্রেমিক জনগণকে অভিনন্দন জানান। কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এস ইউ সি আই-এর পতাকাতলে সমবেত হয়ে লাগাতার গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি জনগণের কাছে আবেদন রাখেন।

সভার সভাপতি রাজ্য সংযোজক কমরেড ইউ পি বিশ্বাস উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করার ওপর বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার অনুশীলন ও ক্রমাগত গণআন্দোলনের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখার মাধ্যমেই উন্নত বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করা সম্ভব। কমরেড জে সি বারাই এবং কমরেড রামাবতার শর্মাও সভায় বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন কমরেড ভবানী ঘোষ।

মুম্বই

মুম্বই-এর প্যারেলে একটি জনসভার মাধ্যমে দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড কে কুলশ্রেষ্ঠ। সভার শুরুতে মার্কস-এঙ্গেলস সহ সর্বহারার মহান নেতাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

এস ইউ সি আই-এর মুম্বাই থানে ইউনিটের ইনচার্জ কমরেড এ কে ত্যাগী বলেন, সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি এস ইউ সি আই গঠন করার প্রক্রিয়ায় কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত ও সমৃদ্ধ করেছেন। সভার প্রধান বক্তা কমরেড দেবাশিস রায় বলেন, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার সঙ্কট জর্জরিত পুঁজিবাদের সমস্ত বোঝা শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে এবং খেটেখাওয়া মানুষের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিয়ে চলেছে।

কর্ণাটক

এস ইউ সি আই-এর কর্ণাটক রাজ্য কমিটির উদ্যোগে মালেশ্বরমের গান্ধী সাহিত্য সংঘে দলের ৫৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সভাপতির ভাষণে কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড এস সীমাদ্রি বলেন, ইরাকের ওপর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ, দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিস্তার, জনজীবনের নানান সমস্যা — সবকিছুই শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে হবে, তাহলেই সঠিক সমাধানের রাস্তা পাওয়া যাবে। কর্ণাটকে বিভিন্ন বৃত্তিমুখী শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ ভর্তি পরীক্ষা তুলে দিয়ে কিভাবে ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেডিকেল শিক্ষাকে কেবলমাত্র ধনীদের কুক্ষিগত করে দেওয়া হচ্ছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ হল বিশ্বায়ন ও বেসরকারীকরণের নীতি অনুসরণের ফল। জনজীবনের সমস্যা সমাধানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি সর্বহারার পার্টি এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানান।

সভার প্রধান বক্তা দলের কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বি আর মঞ্জুনাথ তাঁর ভাষণে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। অর্থনৈতিক এবং সামরিক স্বার্থে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্র কর্তৃক ইরাক আক্রমণের পরিকল্পনাকে উদ্‌ঘাটিত করার সাথে সাথে আক্রমণকারী দেশগুলি সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনগণের যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভকে এই যুদ্ধের উজ্জ্বল দিক বলে তিনি বর্ণনা করেন। জাতীয় পরিস্থিতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বিজেপি'র তীব্র সমালোচনা করে বলেন, তাদের অনুসৃত বিশ্বায়নের নীতি সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে চলেছে। তারা বিক্ষুব্ধ জনগণের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক এজেণ্ডাগুলি জিইয়ে রাখছে। তিনি জনগণকে শুধু অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া আদায়ের মধ্যে আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ না রেখে সচেতন সংঘবদ্ধ প্রয়াসের দ্বারা সমাজের আমূল পরিবর্তন করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

এছাড়াও বেলারি জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ২৯ এপ্রিল গান্ধীভবনে সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বক্তব্য রাখেন কমরেড বি আর মঞ্জুনাথ, এ রামানজিনাপ্পা। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড কে সোমশেখর।

গুজরাট

পার্টি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গুজরাট সংগঠনী কমিটির সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত সুসজ্জিত একটি ট্যাবলো ২৪ ও ২৬ এপ্রিল সুরাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে। ২৪ এপ্রিল সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে যাত্রা শুরু করে শ্রমজীবী অধ্যুষিত উধনা, পাণ্ডেসারা, আমরোলি, ভারাছা প্রভৃতি এলাকা এবং পরের দিন শহরের

আটের পাতায় দেখুন

স্কুল স্তরের পাঠ্যবইতে

প্রেমচাঁদের বদলে বিজেপি নেত্রীর রচনা

সি বি এস ই অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের দ্বাদশ শ্রেণীর হিন্দী পাঠক্রম থেকে অবশ্যপাঠ্য রচনা হিসাবে প্রখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক প্রেমচাঁদ-এর 'নির্মলা' উপন্যাস থেকে গৃহীত নির্বাচিত অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে ঢোকানো হয়েছে মৃদুলা সিন্‌হার 'জিয়োঁ মেহেন্দী কে রঙ' শীর্ষক রচনাটি। শ্রীমতী সিন্‌হা একজন বিজেপি নেত্রী, ঐ দলের মহিলা মোর্চার ভূতপূর্ব পদাধিকারী এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের সভাপতি।

পরিবর্তনটি শিক্ষাবিদ মহলে যথেষ্ট বিস্ময় ও ক্ষোভের উদ্রেক করেছে। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া-র অধ্যাপক ও ঔপন্যাসিক আসগর ওয়াজাহাত এই পদক্ষেপের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন যে, ইতিমধ্যেই গ্র্যাজুয়েট ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট স্তর থেকে প্রেমচাঁদের নির্বাসন দেওয়া হয়েছে; এবার স্কুল স্তরেও তাঁকে বাদ দেওয়া জাতীয় ট্র্যাজেডি ছাড়া কিছু নয়। লেখক অশোক বাজপেয়ী মন্তব্য করেছেন ঃ বুঝতে পারি ছাত্রছাত্রীরা প্রেমচাঁদ পড়ে পড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং এও বুঝি যে সিলেবাসের বদল জরুরি। কিন্তু যেভাবে প্রেমচাঁদের জায়গায় একজন সাধারণ লেখিকার স্থান করে দেওয়া হল তা হিন্দী সাহিত্যকে চূড়ান্ত অপমান করা ছাড়া কিছু নয়।

দায় এড়ানোর মত করে সি বি এস ই ডিরেক্টর (অ্যাকাডেমিকস্) জি বালসুব্রামানিয়ম জানিয়েছেন, পাঠক্রম পাল্টানোর রীতি সবসময়ই রয়েছে। পনের বছর ধরে প্রেমচাঁদ পড়ানো হচ্ছে এবং এই সিলেবাসের সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। পরিবর্তনটা করাও হয়েছে একটা প্যানেলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

আর স্বয়ং মৃদুলা সিন্‌হা, তাঁকে কেন এর মধ্যে টেনে আনা হচ্ছে সে সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, তিনি একটা উপন্যাস লিখেছেন, কিছু লোক সেটা নিয়ে একটা চলচ্চিত্র তৈরি করছে, কেউ কেউ নাটকের রূপ দিচ্ছে। তা সি বি এস ই যদি তাঁর লিখিত উপন্যাসকে তাদের সিলেবাসে ঢোকায় তাতে তাঁর দোষ কোথায়? তিনি ত' আর সিলেবাস কমিটিতে ছিলেন না।

অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন যে, তিনি প্রেমচাঁদকে শ্রদ্ধা করেন ও তাঁর রচনাবলী পড়ে থাকেন। প্রেমচাঁদের সঙ্গে তিনি নিজেকে তুলনা করছেন না, তবে দিনবদলের সাথে সাথে তিনি মনে করেন, ছাত্রছাত্রীদের নানা ধরনের লেখা পড়তে দেওয়ায় কোনও ক্ষতি নেই।

স্কুলের পাঠ্যবই-এ প্রেমচাঁদের বদলে মৃদুলা সিন্‌হার লেখা ঢোকানোয় এই হল কিছু মন্তব্য। কিন্তু আপাতনিরীহ এই মন্তব্যগুলিকে এইখানে ছেড়ে যাওয়া মুশকিল। কারণ এটা শুধু একজন প্রখ্যাত লেখকের লেখার পরিবর্তে একজন নাম-না-জানা লেখিকার রচনা পড়ানো বা শুধু নিময়মাফিক সিলেবাস পাল্টানো বা সিলেবাস কমিটি বা প্যানেলের একজনকে বেছে নেওয়ার প্রশ্ন নয়। ঘটনাটা ঘটছে এক বিশেষ পটভূমিতে। এর পেছনে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এক বিশেষ চিন্তামাফিক পরিকল্পনা এবং এই পরিকল্পনার বলি প্রেমচাঁদ শুধু একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক নন, এদেশের নবজাগরণের এক অন্যতম প্রবক্তা। তাই ঘটনাটির আর একটু বিশ্লেষণ করা দরকার।

কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষমতায় বসার পর থেকেই সংঘ পরিবারের সঙ্গে যৌথভাবে ও নিয়ম করে বিজেপি যে যে কাজ করে চলেছে তার অন্যতম হল দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি-ইতিহাস-সমাজবিদ্যা ইত্যাদি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ-গবেষণা-পঠনপাঠনের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলির পরিচালক-অধ্যাপক-গবেষক হিসাবে নিজেদের দলীয়, নিদেনপক্ষে সংঘ পরিবার ও বিজেপির হিন্দুত্ববাদী চিন্তাধারার অনুসারী লোকদের নিয়োগ করা। এদের দিয়েই সরকারি-বেসরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিজেপি ও সংঘ পরিবার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম, পাঠ্যবই ইত্যাদিতে অনবরত একের পর এক পরিবর্তন করে চলেছে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, তারা ক্ষমতায় আসার আগে ঐ সমস্ত সংস্থায় 'বামপন্থী' তথা কমিউনিস্ট চিন্তাধারার লেখকদের বেছে বেছে বসানো হয়েছিল। তাঁরা সেখানে বসে যে সমস্ত গবেষণা করতেন বা যে পাঠক্রম চালু করেছিলেন, সেগুলি করেছিলেন তাদের বামপন্থী চিন্তাধারা অনুযায়ী এবং সেগুলি ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যের বিরোধী। ফলে বিজেপি বর্তমানে যা করছে তা আসলে শুদ্ধি অভিযান।

বিজেপি-সংঘ পরিবারের এই অভিযানের সত্যাসত্য নিয়ে বিতর্কে না গিয়েও বা তর্কের খাতিরে তা মেনে নিলেও বলা যেতে পারে, 'ওরা অন্যায় করেছে, তাই তার পাল্টা আমিও অন্যায় করব' — বিজেপির এই বক্তব্য তাদের বহু ঘোষিত নীতিভিত্তিক রাজনীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শনই বটে ! কিন্তু সে যাই হোক্, সি বি এস ই পাঠক্রমের সাম্প্রতিক পরিবর্তনটাও করা হয়েছে নিঃশব্দে, চোরের মত। একদিন হঠাৎ ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা জানতে পারলেন যে তাঁদের আর প্রেমচাঁদ-এর নির্মলা-র নির্বাচিত অংশ পড়াতে হবে না, পরিবর্তে পড়াতে হবে মৃদুলা সিন্‌হার একটি লেখা। অর্থাৎ একটা সর্বভারতীয় পাঠক্রমে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হল, অথচ শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক মহল জানল ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর। এ ব্যাপারে ডিরেক্টর সাহেব বা লেখিকা একথা বলেই খালাস যে পরিবর্তন করা হয়েছে নিময়মাফিক, একটা প্যানেল বা সিলেকশান কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে। অথচ একথা আজ সকলেই জানেন বা বোঝেন যে, কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে এই ধরনের কমিটি বা প্যানেলগুলি কিভাবে বেছে বেছে কিছু কর্তাভজা, ধামাধরা আমলা বা লোককে নিয়ে করা হচ্ছে। তাদের দায়িত্বই হল 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' সমাধা করা। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থা নিযুক্ত প্যানেল অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে(!) এমন এক লেখিকাকে বেছেছে, যিনি বিজেপি-র নেত্রী, তাদের মহিলা মোর্চার ভূতপূর্ব পদাধিকারী এবং বর্তমানে আর এক কেন্দ্রীয় পর্ষদের পরিচালিকা, অর্থাৎ পুরোপুরি সরকারি ক্ষমতার অলিন্দেরই লোক। ফলে প্রেমচাঁদের বদলে মৃদুলা সিন্‌হা — এই পরিবর্তনটা কিভাবে করা হবে — তা ছিল ছক কষা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, পরিবর্তন করাটা কি জরুরী ছিল এবং বিশেষ করে এই পরিবর্তনটাই কি প্রয়োজন ছিল? একথা ঠিক, সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে এবং ছাত্রদের ওপর অনাবশ্যক বোঝা কমাতে পাঠক্রমে পরিবর্তন করা অবশ্যকাম্য। এই পরিবর্তনে কিছু জিনিস বাদ পড়তে পারে, কিছু যোগ হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে — অশোক বাজপেয়ীর মত যুক্তি করাটা কিন্তু নির্বুদ্ধিতার সমতুল হয়ে যাবে। পরিবর্তন জরুরি, আর প্রেমচাঁদ পড়ে পড়ে ছাত্ররা ক্লান্ত — এ দুটো কথা এক নয়! একই ছাত্র কি বছরের পর বছর ধরে প্রেমচাঁদের ঐ উপন্যাসটি পড়ছে যে ক্লান্ত হয়ে পড়বে? বছর বছর ত ছাত্র পাল্টাচ্ছে, উপন্যাসটি পড়ছে ত' প্রতি বছর নতুন নতুন ছাত্রছাত্রী। তাহলে তারা ক্লান্ত হবে কি করে? বড় জোর বলা যেতে পারে যে বছরের পর বছর পড়িয়ে শিক্ষক ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হল — শিক্ষকরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে — এই ভেবেই কি পাঠক্রম পাল্টায়? তাছাড়া যে শিক্ষক প্রেমচাঁদের গল্প পড়াতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, তাঁর শিক্ষকতা করার যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তোলা উচিত নয় কি? যেমন সেক্সপীয়র পড়াতে গিয়ে কোনও ইংরাজি সাহিত্যের শিক্ষক অথবা রবীন্দ্রনাথ পড়াতে গিয়ে কোন বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক যদি ক্লান্তির প্রশ্ন তোলেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি আদৌ বোঝেন না কেন তিনি ঐ সাহিত্য পড়াচ্ছেন? শ্রীমতী সিন্‌হা বলেছেন ছাত্রছাত্রীদের নানা ধরনের চিন্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় ক্ষতি কি? ক্ষতি কি-র চেয়ে বড় প্রশ্ন — এই নানা ধরনের চিন্তার মধ্যে কোনটার সঙ্গে নতুন পরিচয় ঘটাতে হবে, কোন পুরানো পরিচয়কে জিইয়ে রাখতে হবে, কাকে ছাঁটতে হবে — এসব নির্ধারণ করা হবে কি পদ্ধতিতে? প্রেমচাঁদ কি নিছক একজন বিখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক-গল্পকার-ঔপন্যাসিক যে আজ দিন বদলেছে বলে তার বদলে একজন অনামী লেখিকার রচনা পড়াতে হবে?

এদেশের বিগত যুগের ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, জাতপাতে দীর্ণ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জমিদার-সামন্তপ্রভু-পুরোহিত সম্প্রদায় তথা উচ্চবর্ণের মানুষের হাতে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্ণের মানুষ কিভাবে নির্যাতিত হত, তার নির্মম ছবিকে সুনিপুণ শিল্পশৈলীর মাধ্যমে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলে সমাজের মধ্যে, মানুষের বিবেক তথা বিচারবুদ্ধির কাছে ঐ জরাজীর্ণ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে দিতে ব্রতী হয়েছিলেন যে সব সাহিত্যিক — শরৎচন্দ্র, নজরুল, রবীন্দ্রনাথের মত প্রেমচাঁদও তাঁদের একজন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেওয়ার, কুসংস্কার-শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার, অন্ধবিশ্বাস নির্ভর চিন্তার হাত থেকে বেরিয়ে এসে যুক্তিবিচারের ধারাকে গ্রহণ করার তথা জাতপাত সম্প্রদায়গত ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি আর মানবতানির্ভর এক সমাজ গড়ে তোলার আকৃতি পাঠকের মনে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন এই সমস্ত মহান সাহিত্যিক। তাই সংস্কৃতির জগতে তাঁরা ছিলেন সেদিনকার দিনবদলের পথিকৃৎ, এদেশে নবজাগরণের মানবতাবাদী চিন্তার প্রবক্তা। নিপীড়িত, নির্যাতিতের প্রতি এঁদের মমত্ববোধ, মানবতাবাদী মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সুমহান ঐতিহ্যের ধারা, যা পৃথিবীর দরবারে দেশকে গৌরবের আসনে বসিয়েছে; যার ওপর গড়ে উঠেছে আজকের ভারত। আজকের যুগের উন্নততর মূল্যবোধ, আদর্শ ত' গড়ে উঠবে এদেরই ভিতের উপর, এদেরই ধারাবাহিকতায় এদেরকেও ছাপিয়ে গিয়ে, এদের চিন্তার সঙ্গে ছেদ ঘটিয়ে।

স্কুল কলেজের পাঠক্রম ত নিছক পরীক্ষাপাশের হাতিয়ার নয়। বিশেষ করে সাহিত্যের পাঠক্রমের চরিত্র ত এমনই হওয়া উচিত, যা স্বল্প পরিসরের মধ্যেও যতটুকুই হোক্ ছাত্রছাত্রীদের মনে মানবিক মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতার সূক্ষ্ম দিকগুলিকে জাগিয়ে দিতে পারে ; দেশকে, দেশের মানুষকে, তাদের জীবনের সুখ-দুঃখকে চিনিয়ে দিতে পারে। হিন্দী সাহিত্যে প্রেমচাঁদের রচনা এই উদ্দেশ্যপূরণের অন্যতম প্রকৃষ্ট মাধ্যম। তাছাড়া বহু ভাষায় তাঁর রচনার অনুবাদ অ-হিন্দীভাষী মানুষের কাছেও তাঁকে এক মহান সাহিত্যিক হিসাবে তুলে ধরেছে। তাই ছেঁদো যুক্তি তুলে পাঠক্রম থেকে তাঁর রচনাকে বাদ দেওয়া নিতান্ত দুরভিসন্ধিমূলক ছাড়া আর কিছু নয়। তবে বিজেপি'র পক্ষে একাজ যে দুরূহ নয়, তা বোঝা যায়। কারণ একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে তারা যে রাজনীতির চর্চা করে চলেছে তার বনিয়াদ-ই হল উগ্র হিন্দুত্ববাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় কুসংস্কার, অন্ধ নিয়তিবাদের কাছে নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণ। অথচ প্রেমচাঁদ দেখিয়েছেন নিম্নবর্ণের গরিব মানুষের উপর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার — হিন্দুত্ববাদীদের কাছে তাই প্রেমচাঁদ বিড়ম্বনাই সৃষ্টি করে। তাই প্রেমচাঁদের রচনাকে খারিজ করে বিজেপি-সংঘ পরিবারের কর্তাব্যক্তিরা এমন এক লেখিকার রচনা মনোনয়ন করেন — বধূনিগ্রহ প্রসঙ্গে যে লেখিকার অভিমত হল, বহু সময়ই এর জন্য মেয়েরাই দায়ী — তারা পুরুষকে এমনভাবে উত্যক্ত করে, প্ররোচনা দেয় যে তারা তখন মেয়েদের মারতে বাধ্য হয়।

শিক্ষার গৈরিকীকরণ নিয়ে উত্থাপিত অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়ে বিজেপি নেতারা তাদের সমালোচকদের উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়ার কথা প্রায়শই বলে থাকেন। প্রেমচাঁদের রচনাকে খারিজ করে যেভাবে মৃদুলা সিন্‌হার মত লেখিকার রচনাকে পাঠক্রমে ঢোকানো হল তারপরেও কি তাদের সম্পর্কে এ ব্যাপারে উদাহরণ খুঁজতে হবে ? এমন উদাহরণ আজ ভুরিভুরি পাওয়া যাবে। তাই একটু চিন্তাভাবনা করেন, মানুষকে ভালবাসেন, গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে মর্যাদা দেন, এমন প্রতিটি মানুষকে আজ বিজেপি-সংঘ পরিবারের এই ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে সচেতন, সংগঠিত প্রতিরোধে সামিল হতে হবে। দাবি করতে হবে ঃ মৃদুলা সিন্‌হার লেখাকে বাদ দিয়ে প্রেমচাঁদের রচনাটিকে পাঠক্রমে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

মার্কিন ও ব্রিটিশ দখলদারি মেনে নেবে না ইরাকিরা

ফালুজা শহরে নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ইরাকি বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালিয়ে মার্কিন সেনারা তাদের হত্যা করার পরপরই ২রা মে রাতে ঐ শহরে একদল টহলদার মার্কিন সেনার গাড়ি লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোঁড়া হয়। ঘটনাস্থলে একজন মার্কিন সেনা মারা যায় এবং জনা পাঁচেক মার্কিন সেনা গুরুতরভাবে আহত হয়। (সংবাদসূত্র ঃ দি হিন্দু, ৩ মে ২০০৩)

৪ মে বন্দর শহর মোসুলে ৮২তম এয়ারবোর্ন ডিভিশনের সেনাদের সঙ্গে একদল ইরাকি বেসামরিক নাগরিকের গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। এ তথ্য জানিয়েছে এয়ারবোর্ন ডিভিশনের জনৈক অফিসার। (সূত্র ঃ দি হিন্দু, ৫ মে, ২০০৩)

বাগদাদ শহরের উপকণ্ঠে একটি রেঁস্তোরায় মার্কিন সেনাদের খানা-পিনার আসর যখন জাঁকিয়ে বসেছে, সে সময় একদল মুখোশধারী তাদের তাক করে গ্রেনেড ছোঁড়ে। অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি তেমন হয়নি। ঘটনাটি ঘটে ৬ই মে (সূত্র ঃ দি হিন্দু, ৭ মে ২০০৩)।

ইরাক মার্কিন ও ব্রিটিশ জোটের দখলে আসার পর থেকে দখলদারদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আন্দোলনের পাশাপাশি জনতার সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনও চলছে। জনৈক মার্কিন গোয়েন্দা অফিসারের সূত্র উদ্ধৃত করে 'ওয়াশিংটন পোস্ট' জানিয়েছে, মার্কিন ও ব্রিটিশ দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাবার জন্য বাগদাদ, কিরকুক, নাজাফ, কারবালা, মোসুল সহ দেশের বেশিরভাগ অংশে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। এই প্রতিরোধ বাহিনীগুলিকে একটি ছাতার তলায় নিয়ে এসে দেশব্যাপী একটা বিস্তৃত ও সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ দেবার জন্য 'ইরাকি ন্যাশনাল মুভমেণ্ট' নামে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গঠিত হয়েছে।

গত ৮ এপ্রিল বাগদাদ শহরের আবু হানিফা আল নুমান মসজিদে শিয়া, সুন্নি ও কুর্দদের জন্য একটি যৌথ শুক্রবারের নামাজের আয়োজন করা হয়। এই মসজিদটি সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মানুরাগীদের একটি বিখ্যাত মসজিদ এবং এবারকার যুদ্ধে মার্কিন গোলার আঘাতে এর একটি স্তম্ভ গুঁড়িয়ে গেছে। প্রার্থনা শুরু হবার আগে শিয়াদের একজন ধর্মীয় গুরু জনতাকে লক্ষ্য করে বলেন, "বিদেশি দখলদারদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা একটা ধর্মীয় কর্তব্য।" এরপর জনতার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বাইরে বেরিয়ে এসে মিছিল করতে শুরু করে দেয়। মিছিলের ব্যানারগুলিতে লেখা ছিল, 'ইয়াংকি দখলদাররা আমাদের দেশ ছাড়ো', 'আমরা শান্তি চাই', 'আমরা মার্কিন আধিপত্যবাদ মানছি না, মানবো না'। মিছিলকারীরা নিজেদেরকে "ইরাকি ন্যাশনাল মুভমেণ্ট'-এর সদস্য হিসাবে দাবি করেন। (সূত্র ঃ ফ্রন্ট লাইন, ৯ মে ২০০৩)

লণ্ডনের 'দি ইণ্ডিপেনডেণ্ট' পত্রিকার সাংবাদিক রবার্ট ফিসর তাঁর এক রিপোর্টে জানিয়েছেন যে, আজ ইরাকে ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের মানুষ বিদেশি দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে নিজেদেরকে 'আত্মঘাতী বোমা' হিসাবে ব্যবহার করতে এগিয়ে আসছেন। বিশিষ্ট প্রবন্ধকার ইজাজ আহমেদ তাঁর সদ্য প্রকাশিত এক প্রবন্ধে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, "তারা (ইরাকিরা) আত্মঘাতী বোমা হিসাবে ব্যবহার করতে খুবই আগ্রহী।" (সূত্র ঃ ফ্রন্টলাইন, ৯ মে ২০০৩) অর্থাৎ 'ইরাক যুদ্ধ শেষ', 'ইরাক যুদ্ধে আমরা হেসে খেলে জিতে গেছি' বলে মন্তব্য করে বুশ যতই নিজের দেশে হাততালি ও সমর্থন কুড়োবার চেষ্টা করুন না কেন, ইরাকিদের কাছে এ যুদ্ধ শেষ ত হয়ই নি, এক অর্থে প্রতিরোধের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্যে আহত বিশ্বের মেহনতী মানুষও হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই বেশি বেশি করে টের পাবেন — ইরাকের যুদ্ধ চলছেই।

মার্কিন অর্থনীতি গভীর মন্দায়

তিনের পাতার পর

বেশিরভাগই পরিষেবা ক্ষেত্রে, যেখানে আইনানুগ ন্যূনতম বেতন দেওয়া হচ্ছে না। ফলে সরকার বহির্ভূত সংস্থার হিসাবে আমেরিকায় বেকার সংখ্যা এখন ১ কোটি ১০ লক্ষের কাছাকাছি। মন্দা এবং বেকারি জর্জরিত অর্থনীতির বেহাল অবস্থার তুলনা করা হচ্ছে ১৯৩০ সালের মহামন্দার সঙ্গে, যে মন্দা ছিল ২য় বিশ্বযুদ্ধের কারণ।

আমেরিকার ইরাক আক্রমণের আগেই বিশ্বায়ন এবং বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে ইউরোপ ও আমেরিকায় দফায় দফায় আন্দোলন হচ্ছিল এবং তা ক্রমাগত বাড়ছিল। আন্দোলনগুলি সরকারি ভাষ্যে, "শান্তিপূর্ণ থাকছিল না"। আন্দোলনের উপর পুলিশি জুলুম, গ্রেপ্তারি, দমন-পীড়ন চলছিল। দীর্ঘদিন মার্কিন শাসকরা সমাজতন্ত্রকে বিপদ হিসাবে দেখিয়ে তাদের সমর প্রস্তুতিকে যুক্তিগ্রাহ্য করাতো, কিন্তু সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর মার্কিন শাসকদের কমিউনিস্ট বিরোধী জিগির অর্থহীন হয়ে যায়। তাদের আগ্রাসী চেহারা নগ্নভাবে প্রকাশ হতে থাকে। ব্যাপক বেসরকারীকরণ ইউরোপের দেশে দেশে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করে দেয়। সমাজতন্ত্রের জুজু দেখিয়ে পুঁজিবাদী শোষণকে আড়াল করার সুখের দিন শেষ হয়।

মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন প্রতিবিপ্লবী গর্বাচেভ চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটিয়েছিল, তখন সে বিশ্বশক্তির ভারসাম্য ভেঙে নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার কথাই ভেবেছিল। আশু সঙ্কট থেকে বাঁচাই তার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু এর ফলে তার যুদ্ধবাজ স্বরূপকে আড়াল করার আবরণ যে খসে যাবে তা সে ভাবতে পারেনি।

এক সংকট থেকে বাঁচতে মার্কিন শাসকরা ইরাক আক্রমণ করেছে যা আরেক সংকটে তাদের ফেলে দিয়েছে। যুদ্ধে খরচ হয়েছে ২০০০ কোটি ডলার, ইরাকি জনগণের প্রবল বিরোধিতা ঠেকিয়ে তার বুকে মার্কিন সেনা বসিয়ে রাখার খরচ আরও ২০০০ কোটি ডলার। মার্কিন সিনেট ৮০০০ কোটি ডলার মঞ্জুর করেছে যুদ্ধের খরচ হিসাবে। এতো হল আইনত মঞ্জুরি, কিন্তু টাকাটা আসবে কোথা থেকে ? ভবিষ্যতে ইরাকের তেল বেচে টাকা আদায় হবে বটে তবে তার সিংহভাগ যাবে একচেটিয়া তেল কোম্পানির পকেটে, সরকারের হাতে আসবে অনেক কম। অর্থাৎ জনগণের ট্যাক্সের টাকা খরচ করে যুদ্ধ লাগাবে মার্কিন সরকার, মুনাফা লুঠবে একচেটিয়া কোম্পানি।

এদিকে গত বারো বছরে চারটি যুদ্ধের পরও অর্থনীতিতে মন্দা কাটার লক্ষণ নেই, তাই বাজারে চাহিদা বাড়াবার জন্য ৩৫০০ কোটি ডলার কর ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব এসেছে। অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য বাড়তি টাকা চাই, অথচ কর ছাড়ও দিতে হবে যাতে সরকারের আয় অবশ্যম্ভাবীরূপে কমবে। অর্থাৎ কাছা দিতে কোঁচায় টান পড়ছে। সংকট সাম্রাজ্যবাদকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে, আবার যুদ্ধ তার সংকট বাড়িয়ে দেয়। পুঁজিবাদের এই অবস্থার সঙ্গে কমরেড স্ট্যালিন তুলনা করেছেন রূপকথার সেই পাখির, যার ঠোঁটটি কাদায় গেঁথে গিয়েছে এবং ঠোঁট টেনে তুলতে গেলেই লেজটা সেই কাদাতেই জড়িয়ে যায়।

মার্কিনী ভণ্ডামি

লুকিয়ে রাখা গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র খুঁজে বার করে বিশ্বকে সন্ত্রাসমুক্ত করার অজুহাত তুলে মার্কিন নেতৃত্বে জোট বাহিনী ইরাকে অগণিত সাধারণ মানুষের রক্তে সেদেশের মাটি সিক্ত করেছে। অথচ সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বিশ্বের বৃহত্তম অস্ত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা লকহিড মার্টিন কোম্পানি ভয়ঙ্কর সব গণবিধ্বংসী অস্ত্র উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বিনা বাধায়। ঐদেশেরই এক যুদ্ধবিরোধী সংগঠন 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন টু স্টপ দি ওয়ার' (ডি এ এস ডব্লু) সম্প্রতি এই তথ্য প্রকাশ করেছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই জঘন্য ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কিছুদিন আগে ডি এ এস ডব্লু'র সদস্যরা লকহিড মার্টিন কোম্পানির সানিভেলস্থিত কারখানাটির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। এঁরা জানিয়েছেন, এই লকহিড মার্টিন কোম্পানি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানি করে। ইরাকের উপর অন্যায় আক্রমণে ব্যবহৃত অস্ত্রের অধিকাংশ যুগিয়েছে এই কোম্পানি। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক নিষিদ্ধ 'ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম মিসাইল' এবং 'অ্যান্টি পার্সোনেল ল্যাণ্ডমাইন'-এর মতো গণবিধ্বংসী মারাত্মক ধরনের মারণাস্ত্রও এরা সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ও বিবেকহীনভাবে তৈরি করে চলেছে। এইভাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত নিয়মাবলীকে পদদলিত করে মুনাফা লুটে চলেছে লকহিড মার্টিন কোম্পানি। ডি এ এস ডব্লু'র এক বিক্ষোভ-সংগঠক ব্লেয়ার থেডিংগার মন্তব্য করেছেন, "অস্ত্র পর্যবেক্ষক দল ইরাকে যে সমস্ত গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র খুঁজে পায়নি, এখানে এই সানিভেলে সেগুলির সব কঁটিই আমরা খুঁজে পেয়েছি"।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর মুনাফাবাজ লকহিড মার্টিন কোম্পানির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে ডি এ এস ডব্লু'র সদস্যরা আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পেশ করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, বুশ প্রশাসনের সঙ্গে এই লকহিড মার্টিন কোম্পানির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি সহ বুশ প্রশাসনের আট জন বড়কর্তা এই কোম্পানির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। ফলে মার্কিন প্রশাসনের মদতে পারমাণবিক অস্ত্র সহ বিবিধ মারণাস্ত্র তৈরির বরাত পেতে এই কোম্পানিটির কোন অসুবিধাই হয় না। আর সেই অস্ত্র খালাশ করতে বুশ প্রশাসন ও এই অস্ত্রব্যবসায়ীরা দেশে দেশে ক্রমাগত যুদ্ধের জাল বিস্তার করতে থাকে। কারণ যত বেশি যুদ্ধ বাধবে, তত এদের অস্ত্র বিক্রি বাড়বে এবং মুনাফার ভাণ্ডারও তত স্ফীত হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষ কিন্তু বিশ্বশান্তির স্বঘোষিত অভিভাবক গণহত্যাকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই দানবীয় হত্যালীলা মুখ বুজে সহ্য করেননি। বিবেকের দাবিতে তাঁরা সামিল হয়েছেন যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে, চালিয়ে গিয়েছেন রাস্তা অবরোধ সহ বিবিধ উপায়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। এমনকি যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও লকহিড কোম্পানির বিরুদ্ধে তাঁরা অতি সম্প্রতি সংগঠিত বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এই বিক্ষোভকারীদের মধ্যে রয়েছেন সানিভেলের বাসিন্দারাও। বিক্ষোভে যোগদানকারী ভিয়েতনাম যুদ্ধ ফেরত প্রবীণ সৈনিক হার্লো উইলিয়াম্স জানিয়েছেন, লকহিড মার্টিন কোম্পানির রক্তপিপাসু মুনাফাবাজ কর্মকর্তারা নিঃশব্দে যে ভয়ঙ্কর কাজটি করে চলেছেন সে বিষয়ে সানিভেলের নাগরিকদের সতর্ক করে দিতেই তিনি বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন। অপর এক বিক্ষোভকারী লকহিড মার্টিনের এক সময়ের কর্মচারী ডার্লেন ওয়ালাচ জানিয়েছেন, যে কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করা, সেই কোম্পানিতে একদিন কাজ করেছিলেন বলে আজ তাঁর বেদনা ও লজ্জার সীমা নেই। অর্থাৎ গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র থাকার অজুহাতে ইরাকে যুদ্ধ বাধানো ও লকহিড মার্টিন কোম্পানির কীর্তিকলাপ যেমন সাম্রাজ্যবাদীদের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছে, তেমনি একে কেন্দ্র করে মার্কিনীদের বিক্ষোভ প্রমাণ করছে যে মার্কিন জনগণের বিবেক আজ সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে ভুলছে না।

এইভাবে শান্তির মুখোশধারী রক্তলোলুপ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অসহ্য ভণ্ডামির বিরুদ্ধে যখন গোটা দুনিয়া সহ সেদেশের নাগরিকরাও প্রতিবাদে মুখর, তখন দেখা যাচ্ছে বিজেপি পরিচালিত আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে অত্যন্ত নির্লজ্জ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ইরাকে মার্কিন হানাদারির বিরুদ্ধে স্পষ্টভাষায় নিন্দা প্রস্তাব আনা দূরের কথা, বুশ প্রশাসনের কৃপাদৃষ্টি পাওয়ার লোভে বি জে পি-জোট সরকার স্পষ্টতই উদ্‌গ্রীব। মার্কিন সেনাবাহিনীর সাথে দীর্ঘদিন যাবত ভারতীয় সেনাবাহিনী যৌথ সামরিক মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি যে মার্কিন সেনাবাহিনীর পোশাকে এখনও ইরাকি শিশুর রক্তের দাগ লেগে রয়েছে, তাদেরই সাথে মিজোরামে গত এপ্রিল মাসে আবার যৌথ মহড়া চালিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

আমেরিকা সহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের সরকারের মতো

আটের পাতায় দেখুন

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ৩৯ সংখ্যা ৮

পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস

একের পাতার পর

নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন। এই সমাজবিরোধীদের দিয়েই জয়নগর-কুলতলিতে মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সি পি এম সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসন তাদের এ কাজে সাহায্য করে চলেছে।

মেদিনীপুরে, মুর্শিদাবাদে, নদীয়ায়, বাঁকুড়াতে এ পর্যন্ত যা জানা গেছে তাতে দেখা যায় সি পি এম বিভিন্ন জায়গায় বুথ দখল করেছে। আমাদের এজেন্টদের বের করে দিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে আমাদের দুজন কর্মীকে সি পি এম গুলি করে গুরুতর আহত করেছে। একইভাবে নদীয়ার তেহট্ট থানার পলশুন্ডা ১-এর উত্তরপাড়া বুথে আমাদের সাতজন কর্মীকে আহত করেছে। মুর্শিদাবাদের রানীনগরে আমাদের এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দিয়েছে। যেহেতু সি পি এম বুঝেছিল জনগণের সমর্থন তারা পাবে না তাই প্রথম থেকেই তারা সন্ত্রাস চালিয়ে গেছে। এইভাবে 'শান্তিপূর্ণ' ভোট হচ্ছে !

এইবার মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় থেকে শুরু করে পুরোপুরি সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে পশ্চিমবাংলায়। জোর করে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে না দেওয়া এখনও পর্যন্ত অন্য রাজ্যে এতটা ব্যাপক হয়নি যতটা এখানে হয়েছে। যদিও অনিল বিশ্বাস, বুদ্ধদেববাবুরা সমানে বলতেই থাকবেন যে, অভূতপূর্ব গণতান্ত্রিক পরিবেশে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে, কিন্তু রাজ্যবাসীর অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ আলাদা। সি পি এম গদিসর্বস্ব রাজনীতির পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে বামপন্থা তো বটেই এমনকি গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে কার্যত বি জে পি-র নরেন্দ্র মোদির পথই নিয়েছে। অবাধে একের পর এক খুন হচ্ছে। এর ফলে, নীতি আদর্শ বলে রাজনীতিতে আর কিছু থাকছে না। খুন, জখম, হত্যা, সন্ত্রাস — এই হল আজ তাদের রাজনীতির মূল শক্তি। অন্যান্য রাজ্যে বুর্জোয়া দলগুলো যা করছে, অর্থাৎ মানি এবং মাসল পাওয়ারকে কাজে লাগাচ্ছে, এরাও পশ্চিমবঙ্গে তাই করছে, নরেন্দ্র মোদির চেয়ে ছোট আকারে। এর দ্বারা, পশ্চিমবঙ্গের মর্যাদাকে তারা নষ্ট করল, বামপন্থাকে কলঙ্কিত করল।

সি পি এম নেতারা নিজেদের বামপন্থী বলে দাবি করেন। বলেন, তাঁদের পথ স্বতন্ত্র। তাঁরা "উন্নততর বামফ্রন্ট"-এর কথা বলেন। তাঁদের "উন্নততর" বামপন্থা হচ্ছে আসলে বামপন্থাকে পদদলিত করে বুর্জোয়া দলগুলি যা করছে, আরও উন্নততর রূপে তা করা। ডাকাতদল যেমন অপরের সম্পদ হরণ করে, এরাও তেমনি জবরদস্তি ডাকাতি করে, গায়ের জোরে, পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে ক্রিমিনালদের কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের ভোট কেড়ে নিচ্ছে। এই ভোটে খাতা কলমে তাদের জয় হবে কিন্তু বাস্তবে তা হবে চূড়ান্ত পরাজয়। এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলে আমরা মনে করি। এর দ্বারা ছাত্র ও যুবসমাজের কাছেও অত্যন্ত অনৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলির থেকে মানুষ শেখে, যুবশক্তি শেখে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে নেতারা পথ দেখাতেন, চরিত্র দিতেন। আর এঁরা কী পথ দেখাচ্ছেন ? কী চরিত্র দিচ্ছেন ?

এর দ্বারা সি পি এম অন্য এক মারাত্মক নজিরও সৃষ্টি করল। ভারতবর্ষে অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলি যতরকম আক্রমণ করছে তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার নৈতিক অধিকার সি পি এমের থাকছে না, থাকবে না। নির্বাচনে চিরদিন তারা জিততেই থাকবে — এ দাবি সি পি এম করতে পারে না। ফলে ভবিষ্যতে দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় এলে, এই নজির দেখিয়ে তারা আরও ভয়ঙ্কর আক্রমণ করবে, যেমন '৭২ সালে করেছিল। '৬৯ সালে রাস্তা দেখিয়েছিল সি পি এম। তখন '৭২ সালের মতো সি পি এমকে আবার গর্ত খুঁজতে হবে।

তাছাড়া সমাজবিরোধীদের রাজত্ব যেভাবে চলছে, খুন ডাকাতি ধর্ষণ হচ্ছে, ভোটে সি পি এম সমাজবিরোধীদের যেভাবে ব্যাপক কাজে লাগাচ্ছে তাতে রাজ্যে অপরাধও দ্রুত বাড়তে থাকবে। আগামী দিনের পক্ষে আর একটা বিপজ্জনক দিক হল, সি পি এম সহ সমস্ত দল গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, নিয়মকানুন যেভাবে লংঘন করছে, তা আরও ডিক্টেটোরিয়াল, ফ্যাসিস্ট শক্তির ক্ষমতায় আসার পথ করে দিচ্ছে।

এইভাবে সুবিধাবাদী সংকীর্ণ স্বার্থের দিকে তাকিয়ে সি পি এম বামপন্থী আন্দোলনের চরম ক্ষতি করছে। কেউ কেউ রাষ্ট্রপতি শাসনের যে দাবি তুলেছে আমরা তা সমর্থন করি না, ৩৫৬ ধারাকে আমরা সমর্থন করি না। আমার মনে করি, এটা একটা স্বৈরাচারী ধারা। আমরা গণআন্দোলনের পথেই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করি। সমস্ত দাবি আমরা গণআন্দোলনের পথেই আদায় করি। আমরা আন্দোলন করতে করতেই আন্দোলনের অংশ হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি, নির্বাচনের পরেও আমাদের সেই আন্দোলন চলতে থাকবে। আমরা আন্দোলনের মধ্যেই আছি এবং সি পি এমের এই সন্ত্রাসও গণআন্দোলনের দ্বারাই আমরা মোকাবিলা করব।

সংযোজনী

পত্রিকা ছাপতে যাওয়ার সময় জানা যায় ১১ মে ভোটে রিগিং হওয়ায় গড়দোয়ানির দুটি বুথে পরের দিন পুনরায় ভোট গ্রহণের নামে যা হয়েছে তা নিছকই প্রহসন। পুনরায় ভোট গ্রহণের সময় অধিকতর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, অথচ তা আদৌ হয়নি। বুথে সশস্ত্র নিরাপত্তা রক্ষী পর্যন্ত নেই। ১১ মে এই দুই বুথ থেকে এস ইউ সি আই-এর এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছিল। ১২ তারিখ এজেন্টদের ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। দলের বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার প্রশাসনকে সব জানালেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে পুনরায় ভোটগ্রহণের নামে সেখানে পুরোপুরি ছাপ্পা ভোট চলছে। এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে ১২ মে-র ভোট বাতিল করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে আবার ভোটগ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

প্রতিষ্ঠা দিবসে সমাবেশ

পাঁচের পাতার পর

বাইরে গ্রামাঞ্চলে এই জাঠা পরিচালিত হয়। প্রায় ৫০/৬০ জন কর্মী-সমর্থক এই কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন স্থানে পথসভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড তপন দাশগুপ্ত, কমরেড সত্যেন্দ্র সিংহ, কমরেড তরুণ দাশগুপ্ত, কমরেড প্রবীর নায়েক, কমরেড দেবনারায়ণ মৌর্য এবং মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কমরেড ভারতী পারমার। মাসাধিক কাল ধরে বন্ধ থাকা কাপড়কলগুলি অবিলম্বে খুলে দরিদ্র শ্রমিকদের রোজগারের ব্যবস্থা করা, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যহ্রাস, শিক্ষার বর্ধিত ফি কমানো এবং বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারীকরণ বন্ধ করার দাবি বক্তারা তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, বিজেপি পরিচালিত গুজরাট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনজীবনের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও জাতপাতের বিষ ছড়িয়ে জনগণের ঐক্যকে ভেঙে দিতে চাইছে। গণআন্দোলনের আঘাতে শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর সমস্ত ষড়যন্ত্রকে চূর্ণ করে জনজীবনের সমস্ত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর দল এস ইউ সি আইকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁরা জনগণের কাছে আহবান জানান।

মানুষ বিপদে পড়লেও মালিকদের লাভ বেড়েছে

দুয়ের পাতার পর

দেখায়, পুঁজিবাদের অমোঘ নিয়মে মুনাফা পড়তে থাকলে দেশে দেশে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ও সরকারগুলি পুঁজিপতিদের মুনাফা অটুট রাখতে পূর্ণশক্তি নিয়ে নেমে পড়ে। এজন্যই কেন্দ্রের যে বি জে পি সরকার রেশনে সস্তায় চাল গম দেওয়া বন্ধ করেছে, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মত জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট খাতে দেয় ভর্তুকি তুলে দিচ্ছে, তারাই দেশের বৃহৎ কৃষি মালিকদের স্বার্থে চাল গম কেনার সরকারি দাম বাড়াচ্ছে, এমনকি তাদের কাছ থেকে কৃষিপণ্য কিনে গুদামে পচাচ্ছে — সরকারি তহবিলের টাকা ঢেলে বৃহৎ কৃষি পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থ রক্ষা করছে। শিল্প পুঁজিপতিদের জন্য তারা বছর বছর শত শত কোটি টাকা কর ছাড় দিচ্ছে। দফায় দফায় ব্যাঙ্কে তারা সুদও কমাচ্ছে, যার ফলে আগেই বলা হয়েছে, এ'বছর একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ৪৩ শতাংশ বাড়তি লাভ করেছে। রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস, সিপিএম বা অন্যান্য দলগুলিও পিছিয়ে থাকছে না। মালিকদের মুনাফার নিশ্চয়তার জন্য তারা সকলেই সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধরা কি করে বাঁচবে তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই।

মার্কিনী ভণ্ডামি

সাতের পাতার পর

ভারত সরকারেরও চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শুধুমাত্র বৃহৎ শিল্পপতি ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার থলি। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের মতো ভারতেও সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে রক্ষা করতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-মিলিটারি-ব্যুরোক্রেটিক কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে। তাই দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লকহিড মার্টিন কোম্পানি প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে নিষিদ্ধ গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি করে এবং বি জে পি পরিচালিত ভারত সরকারও এদেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে ইরাক ধ্বংসকারী মার্কিন দস্যুদের নিন্দাটুকু পর্যন্ত না করে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক যৌথ মহড়া দেয়।

এ ব্যাপারে ক্ষমতাসীন বামপন্থী দলগুলির ভূমিকাও অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। তারাও ক্ষমতায় বসে সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখতে বি জে পি, কংগ্রেস প্রভৃতি বুর্জোয়া দলের মতই বেসরকারীকরণ, বিলগ্নীকরণ এবং দেশি বিদেশি পুঁজির ঢালাও অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে। অন্যদিকে মালিকশ্রেণীর স্বার্থেই ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক যৌথ মহড়ার বিরুদ্ধে হোক, বা সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে হোক, লোকদেখানো কিছু প্রতিবাদ ছাড়া কার্যত শক্তিশালী কোনও আন্দোলন গড়ে তুলছে না।

ফলে সোভিয়েত পরবর্তী বিশ্বে দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যবাদী হানাদারির যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিবর্তন করতে হলে মালিকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক কোনও দল বা সরকারের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে সচেতন ও সংগঠিত জনতাকে। একমাত্র সঠিক আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সত্যিকারের বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে সংগঠিত জনগণই সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করে বিশ্বে প্রকৃত শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে।

খুন-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে
১৯ মে
রাজ্যব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী দিবস
পালন করুন

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net